OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 289 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 289 - 293
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হরিশংকর জলদাসের গল্প : নিম্নবর্গীয় নারীর সামাজিক অবস্থান

গোবিন্দ রায়
গবেষক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : gobindaroy914@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
নিম্নবর্গ, নিম্নবর্গ ও নারী, দইজ্যা বুইজ্যা, চিঠি, দুলারি এবং কয়েকজন, কুন্তীর বস্ত্রহরণ।

Abstract

আদিকাল থেকেই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণীবিভাজিত। এই শ্রেণী বিভাজিত সমাজ আবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিতে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত। বিংশ শতাব্দীর আশি দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় জীবন নিয়ে সাহিত্যচর্চার জোয়ার আসে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এক অর্থে নারীরাও নিম্নবর্গ। কেননা নারী পুরুষের দ্বারা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিতা, নিপীড়িতা ও শোষিতা।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সাহিত্যেও নিম্নবর্গীয় নারীর জীবন সংগ্রামের কথা বলা হলেও তা ছিল মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের খন্ড চিত্র মাত্র। নিম্নবর্গীয় জীবন তথা নিম্নবর্গ নারীদের কথা বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ ভাবে উঠে আসতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। এই সময় পর্বে একঝাঁক কথাসাহিত্যিক তাদের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবন চিত্র সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেন। এপার বাংলার পাশাপাশি ওপার বাংলার কথাসাহিত্যেও এই নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটে ওঠে। ওপার বাংলার জীবন দরদী শিল্পী হরিশংকর জলদাস নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবনের চরম ব্যার্থতা, বেদনা, হতাশা, আশা নিরাশার ছবিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ছোটগল্পে রূপদান করেছেন। এই নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য নারীদের জীবন সংগ্রামের পরিচয়টি গল্পকার হরিশংকর জলদাসের ছোটগল্পে কীভাবে সামাজিক ও আর্থিক প্রেক্ষিতে ফুটে উঠেছে তা এই আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Discussion

১৯৫৫ সালের ১২ অক্টোবর চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গার জেলে পল্লীতে হরিশংকর জলদাসের জন্ম। সামাজিক অপমানের জ্বালা মেটানোর জন্যই তিনি লিখতে বসেন। তাই তাঁর প্রতিটি লেখাতেই তাঁরই জীবন অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। জল ও জলমগ্ন নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষজন তাঁর কথাসাহিত্যের প্রিয় বিষয়। নিম্নবর্গীয় সমাজ থেকে উঠে আসা বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাকার হরিশংকর জলদাস তাঁর 'কৈবর্ত কথা' গ্রন্থে বলেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 289 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমি পরবর্তী জন্মেও জেলের ঘরে জন্মাতে চাই। যে অর্ধশিক্ষিত জেলে-দম্পতি নিজের ঘরের টিন বিক্রি করে ছেলের পরীক্ষার ফি দেন, যে অশিক্ষিত দাদিমা ঝড়জলের গভীর রাতে নাতিকে হারিকেনের আলোয় কর্দমাক্ত পথ দেখাতে দেখাতে প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি থেকে কালো মাটির জেলে পল্লিতে নিয়ে আসেন, যে জেলে পল্লিতে সহোদররা অর্ধপথে নিজেদের পড়া থামিয়ে দিয়ে দাদার পড়ার সুযোগ করে দেয়, সেই সমাজে আমি বারবার জন্মাতে চাই। 'জলদাস' পদবির তিলকটি কপালে ধারণ করে ধন্য হতে চাই।"[১]

সমাজের এই অবহেলিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষরাই তাঁর গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। 'Subaltern' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'নিম্নবর্গ' প্রথম ব্যবহার করেন রণজিৎ গুহ। এই নিম্নবর্গ দ্বারা বোঝানো হয়েছিল সেই সব মানুষ যারা সমাজের একেবারে প্রান্তিক, ব্রাত্য মানুষ হিসেবে বসবাস করছে এবং যারা আর্থিক দিক থেকেও খুবই দুর্বল, যারা নানা করণে, নানাভাবে উপেক্ষিত, শোষিত, বঞ্চিত; সেই সব মানুষের পরিচয় এখানে নিম্নবর্গীয়। এই শোষিত, বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষেরা বাংলা সাহিত্যে সুদূর চর্যাপদের সময় থেকে উঠে এসেছে। চর্যায় পাওয়া যায় –

"নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছই ছই জাই সো ব্রাহ্মণ বাড়িআ।।"[২]

বাংলাদেশের অন্যতম কথাকার হরিশংকর জলদাসের লেখায় প্রান্তিয়বর্গের উপস্থিতি পাওয়া যায়। হরিশংকর অন্ত্যজ মানুষের চোখ দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করেন। তাদের পুরাণকথার ভেতর দিয়ে যে ইতিহাস তুলে আনেন, তা আধিপত্য বিস্তারকারী হেজিমনি শ্রেণীর নয় বরং শোষিত দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। নিম্নবর্গীয় কণ্ঠস্বরকে তুলে এনেছেন মূলস্রোতের মানুষের সাহিত্যে, যা নিচের দিক থেকে ইতিহাসকে দেখবার ইঙ্গিত বহন করে, ওপারের দিক থেকে নয়। আন্তেনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত কারাগারের নোটবুক বইটিতে নিম্নবর্গ সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেন। গ্রামশির মতে, নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর পক্ষে কলম ধরতে হবে বুদ্ধিজীবীদের। কিন্তু তাতে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর অন্তরের কথা কখনোই উঠে আসে না। নিম্নবর্গীয় মানুষের অন্তরের কথা জানতে হলে, নিম্নবর্গীয় লেখকের লেখা পড়তে হবে। আমাদের আলোচ্য হরিশংকর জলদাস তেমনই একজন নিম্নবর্গীয় শ্রেণিভুক্ত লেখক। হরিশংকর জলদাস নিজে একজন 'জলপুত্র' হওয়ার কারণে শৈশব থেকেই সামাজিক অপমানের শিকার হয়েছেন। তাই সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্যই 'জলপুত্র'-দের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের কথাই লিখেছেন। তাঁর 'জলদাসীর গল্প' (২০১১) এর প্রতিটি গল্পই সেই কথা বলে।

জলদাসের 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে দেখা যায় ব্রাত্য সমাজের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের নিপীড়নের চিত্র। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন মার্শোদের দ্বারা জগমোহন জলদাসের ষোলো বছরের মেয়ে পারুবালা ধর্ষিত হয়। এছাড়া চলে নানা রকমের অত্যাচার। গল্পকারের বর্ণনায় উঠে আসে সেই চিত্র –

> "যাওয়ার সময় পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকাররা খালি হাতে যায় না। মধুসূদনের ছাগলটা, মালতির হাঁস চারটি, বুড়ো হারানের বাপের প্রসবোন্মুখ গরুটি নিয়ে যায়। জেলেদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। শুধু মনে আগুন জ্বলে, রাগে-ক্ষোভে শরীর কাঁপে। সেই কাঁপুনি অতি কষ্টে জীর্ণ কাপড়ের তলায় ঢেকে রাখে তারা।"[৩]

এরকম নানাভাবে পতেঙ্গার এই জেলে পাড়ার মানুষরা পাকিস্তানি খান সেনা ও রাজাকারদের দ্বারা শোষিত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়। 'সুবিমলবাবু' গল্পে দেখা যায় সমাজের উচ্চ বর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষদের শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পে আমরা দেখি জাত্যাভিমানের অন্ধ অবিবাহিত সুবিমলবাবু নিম্নবর্ণের মানুষদের একদম সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি তাঁর বাবা হরিচরণ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ও কুলীন ব্রাহ্মণ। বাবার মতো তিনিও কৌলিন্যকে প্রাধান্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 289 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দিতে গিয়ে নিজে বিবাহ করেননি এবং বোনেদেরও বিয়ে দেননি। কিন্তু মানুষ জৈবিক চাহিদাকে দমন করতে পারে না। তাই শরীরের কামনা ও চাহিদা মেটাতে শিক্ষিত অধ্যাপক বেছে নেন নিম্নবর্গের মালতী জলদাসকে –

> "সেদিন শুক্রবার। শুক্রবার কলেজে সাপ্তাহিক ছুটি। শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে শনিবারও কলেজ বন্ধ। ...বারান্দায় মাছ কুটছে মালতী। বিছানা থেকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। মাছ কুটতে কুটতে বুকের আঁচলটা সরে গেছে মালতীর। টুটাফাটা ব্লাউজ ভেদ করে ডান পাশের স্তনটি বেরিয়ে আসতে চাইছে তাঁর। বাম পাশের স্তনটি মালতীর বাঁ হাঁটুতে চাপা পড়ে আছে। সুবিমলবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখে মালতীর আড়াল-স্তনের সঙ্গে সুজলার খোলা স্তন একাকার হয়ে যাচ্ছে। ...কিছুক্ষণ পর আবার মালতীর কণ্ঠ, 'আপনি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছার, আমি সামান্য জলদাসী'।"[৪]

মালতীকে যখন সে শোষণ করতে থাকে তখন তাঁর নিজের জাতের কথা ভুলে যায়। এই ভাবেই নারীরা বিশেষ করে নিম্নবর্গের নারীরা উচ্চবর্গের পুরুষদের লালসার শিকার হয়ে আসছে।

নারী শোষণের আর একটি গল্প 'চিঠি'। গল্পটি আগাগোড়া চিঠির ভঙ্গিতে লেখা, যা গল্পটিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। এই গল্পে দেখা যায়, মুসলিম ঘরের এক মেয়েকে তাঁর বাবা শিক্ষিত করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। চাষ-বাস করে অক্লান্ত পরিশ্রমের অর্থ তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য খরচ করে। কিন্তু বাবার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। কারণ স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক হান্নান স্যারের কামনার শিকার হয় তাঁর মেয়ে। শেষ পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনা শিকার করতে না পেরে মেয়েটি তাদের বাড়ির উঠানে আমগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর আগে মেয়ে তাঁর সমস্ত ঘটনা চিঠির মাধ্যমে তাঁর বাবাকে লিখে যায়। মেয়েটির চিঠিতে উঠে এসেছে তাঁর যন্ত্রণা ও ব্যথার কথা–

> "গোটাটা দিন নিজের সঙ্গে নিজে অনেক যুদ্ধ করেছি বাবা। ...এক সময় মন বলল, তোমার চলে যাওয়া ভালো। তুমি না গেলে তোমার বাবা, মা, ভাই– এদের লজ্জার সীমা থাকবে না। তোমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হবে। টানা-হ্যাঁচড়ার প্রতিযোগিতায় তোমার কমজোর বাবা একদিন না একদিন হেরে যাবে। তোমার জীবন আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তাই তোমার চলে যাওয়াই উচিত। আমি মনের কথা শুনলাম। আমি চলে গেলাম বাবা। তুমি আমার উপর রাগ কর না। মাকে বল, না কাঁদতে।"[৫]

আমাদের এই শিক্ষিত সমাজ মুখোশ পরে আছে। রাতের অন্ধকারে সেই মুখোশ খুলে গেলে তার ভয়ঙ্কর রূপটি বেরিয়ে আসে। আর আমাদেরই এই সমাজের অসহায় মানুষরা সেই লালসার শিকার হয়। বিশেষ করে নারীর ওপর অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বেড়েছে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যাও। জলদাসের এই 'চিঠি' গল্পটিতে ফুটে উঠেছে ধর্ষিত এক নারীর আত্মকথা। সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো চেয়েছিল সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বাঁচতে। কিন্তু আমাদেরই এই শিক্ষিত সমাজ তা দেয়নি। তাই মা-বাবার লজ্জার কথা মাথায় রেখে সে বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ। গল্পকার এই গল্পের মাধ্যমে শুধু আমাদের শিক্ষিত সমাজের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হিংস্র পশুর কথা বলেননি, সেই সঙ্গে একটি মেয়ের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা বেদনার কথাও সুন্দরভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

হরিশংকরের 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে দেখা যায় প্রান্তবর্গীয় এক নারীর অসহায়তার ছবি। গল্পে আমরা দেখি শ্যামল দত্ত নামে এক উচ্চবর্গীয় মানুষ দুলারিকে বিয়ে করে। দেড় বছর পরে দুলারি জানতে পারে, তাঁর স্বামী বিবাহিত এবং তাঁর দুটি সন্তান আছে। দুলারি তাঁর স্বামীর কাছে কারণ জানতে চাইলে শ্যামল জানায়–

> "এ-তো তোমার সৌভাগ্য। ...উদ্ধার তো করেছিই। জাইল্যার মাইয়ারে বিয়ে কইরা এই শ্যামল দত্ত তো তোমাকে জাতে তুলেছে।"[৬]

ক্ষোভে, দুঃখে অসহায় দুলারি শ্যামলের জাত তুলে বিদ্রুপ করে। তাঁকে চড় মেরে তাড়িয়ে দেয়। সে হয়ে পড়ে একাকী অসহায়। অতঃপর দুই সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কিন্তু সমাজের কাছে সে আবার লাঞ্ছিত হয়, ধর্ষিত হয়। একবার নয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 289 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বারংবার। ফলে দুলারি এক সময় সকল উচ্চবর্ণের প্রতি রাগ ঘৃণা দেখাতে থাকে। এভাবে এগল্পে উচ্চবর্গের দ্বারা প্রান্তবর্গীয় নিম্নবর্গের শোষণের দিকটি তুলে ধরেছেন।

'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' গল্পেও ব্রাত্য নারীর শোষণের দিকটি উঠে এসেছে। গল্পে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের ইচ্ছে মালোপাড়ার বহু পুরোনো শ্মশান ঘাটটিকে একটি বাগান বাড়ি বানানোর প্রাস্তাব আনা হয়। পরিবর্তে মালোদের জন্য একটি বাঁধানো শ্মশান ঘাট বেধে দেবে। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবে বাধা দেয় কুন্তী। সে বলে–

> "পূর্ব পুরুষের শ্মশান আমাদের। আমাদের বাপ-দাদা, তাদের মা-বাপ, কত শত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই শ্মশানের সঙ্গে। আপনি কি করে বলেন ওই শ্মশান ছেড়ে দিতে!"[৭]

কুন্তির এই প্রতিবাদ শুনে থতমত খেয়ে যায় আবুল কাশেম। সে কুন্তীকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কুন্তী সরাসরি জানিয়ে দেয় –

> "দরকার নাই আমাদের বাঁধানো শ্মশানের। পূর্ব পুরুষের শ্মশান আমাদের মাথায় থাক। এই শ্মশানের দিকে নজর দিবেন না চেয়ারম্যান সাহেব।"[৮]

মালো পাড়ার সকলেই কুন্তীর কথায় সম্মতি জানায়। এর কিছুদিন পর ভোটের জন্য অজয় মন্ডলের বাড়ির উঠানে মিটিং বসে। সকল মালোকে একত্রে আবুল কাশেম তাঁর পার্টিকে ভোট দিতে বলাতে কুন্তী পুনরায় প্রতিবাদ করে–

> "আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজি না। কাকে ভোট দেবে তা আমরাই ঠিক কইরবো। কাকে ভোট দেব, তা নির্ধারণ করার আপনি কে?"[৯]

এই প্রতিবাদের পরিণাম হয় মারাত্মক। সেদিন রাতেই অজয় মন্ডল মারা যায়। তাঁর মৃত দেহ নিয়ে কুন্তীসহ অনেক মালো শ্মশান ঘাটে এসে উপস্থিত হলে আবুল কাশেম তার দলবল নিয়ে হাজির হয় এবং শ্মশানে দাহ কার্য করতে নিষেধ করে। কিন্তু কুন্তী না শুনলে কাশেমের লোকজন মালোর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ফলে কুন্তী ছাড়া সবাই পালিয়ে বাঁচে। সেই সময় শহিদুল আর ফখরে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। একটানে কুন্তীর শরীর থেকে শাড়ী খুলে নেয়–

> "ফখরে কাছে গেলে কুন্তী দুরে সরে যেতে চাইল। কিন্তু বেশি দুর যেতে পারল না। শহিদুল এসে জুটল ফখরে আলমের সঙ্গে। শহিদুল একটানে কুন্তীর শাড়ি খুলে ফেলল। কুন্তীর পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। কুন্তীর নিতম্বে হাত দিল শহিদুল। এই সময় কোত্থেকে লাঠি হাতে দৌড়ে এল শান্তনু। ফখরে আলম এক বাড়িতে শুইয়ে দিল শান্তনুকে। শহিদুল ততক্ষণে কুন্তীর পেটিকোটের ফিতে ধরে টান দিয়েছে। গিঁট খুলে গেছে। পেটিকোট খুলে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে। কুন্তী চোখ বন্ধ করল। তাঁর গলা চিড়ে বেরিয়ে এল, 'ভগবান রে...।"[১০]

এভাবে কুন্তী একাই লড়েছে উচ্চবর্গের মানুষদের বিরুদ্ধে। সে প্রতিবাদ করতে জানে। সমাজকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে সে একাই থাকবে। জয় তাঁর একদিন হবেই।

হরিশংকরের বহু গল্প–উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষজনের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণ, হাহাকার ও লাঞ্ছনা উঠে এসেছে। এককথায় ব্রাত্য সমাজের আত্মকথন যেন তাঁর গল্পগুলি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> "হাজার বছর ধরে প্রচলিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য মূলত আমি লেখালেখি করি।"[১১]

তাঁর সাহিত্যে প্রান্তবর্গের নর-নারী সম্পর্কে রয়েছে স্বতন্ত্র নীতিচেতনা। একদিকে যেমন আছে প্রেমানুভূতি বা ভালোবাসা, তেমনি আছে আদিম যৌন প্রবৃত্তির তাড়না; দাম্পত্য জীবনে আছে মিলন বিরহ ও ক্রুর বিচ্ছেদ। নর-নারীর আদিম বৃত্তি, দ্বন্দ্ব–বিবাদ–জিঘাংসা, প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষার বিচিত্র প্রকাশ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় প্রকাশ পেয়েছে জলদাসের গল্প উপন্যাসে। এপ্রসঙ্গে গল্পকার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 289 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি বা যাদের নিয়ে লিখি, যে সম্প্রদায় বা যে অপাংক্তেয় মানুষদের নিয়ে লিখি, তাদের বিনোদনের প্রধান উপায় কিন্তু এই যৌনজীবন, যৌনতা।"[১২]

নিম্নবর্গের প্রতিবাদ প্রতিরোধ গুরুত্বসহ উপস্থাপন করছেন হরিশংকর। জীবন-জীবিকার তাগিদে আমৃত্যু কর্ম তৎপর এই নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে একপ্রকার নিবিড় ঐক্য পরিদৃষ্ট হয় তাদের টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষায়, আত্মপ্রকাশের অভীপ্সায়। নিম্নবর্গ শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত, এই হিসেবে তাদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত হয়। তারা সম্মিলিত হয়, তারা প্রতিবাদ–প্রতিরোধ করে। তারা একদিন জয়লাভ করবেই এই আশা রাখেন হরিশংকর জলদাস। এই বিশ্বাসের প্রতিফলন বহুস্বরে ধরা পড়ে তাঁর কালোত্তীর্ণ গল্পগুলিতে।

Reference:

১. জলদাস, হরিশংকর, 'কৈবর্ত কথা, একটি বর্ণচোরা পরামর্শ', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৫৫
২. চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার, 'চর্যাগীতির ভূমিকা', ডি.এম লাইব্রেরি, কলকাতা, মার্চ ২০০৫, পৃ. ২০৮
৩. জলদাস হরিশংকর, 'গল্পসমগ্র ১', 'দইজ্যা বুইজ্যা', মাওলা ব্রাদার্স , ঢাকা , ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৬
৪. জলদাস, হরিশংকর, 'গল্পসমগ্র ১', 'সুবিমলবাবু' মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৬-৩৭
৫. জলদাস, হরিশংকর, 'গল্পসমগ্র ১', 'চিঠি', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৩৬
৬. জলদাস, হরিশংকর, 'গল্পসমগ্র ১', 'দুলারি এবং কয়েকজন', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬ , পৃ. ৯৩
৭. জলদাস, হরিশংকর, 'গল্পসমগ্র ১', 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩০৭
৮. তদেব, পৃ. ৩০৮
৯. তদেব, পৃ. ৩০৮
১০. তদেব, পৃ. ৩১৩ – ৩১৪
১১. মুহাম্মদ মহি, 'হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গ কথা', অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮২
১২. তদেব, পৃ. ৯০